মেহেরপুরের চকশ্যামনগর মাঠ থেকে ৫টি ট্রান্সমিটার চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মাঠ থেকে ৫টি সেচ ট্রান্সমিটার চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সংঘবদ্ধ চোরচক্র এসব ট্রান্সমিটার চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা হলেন উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, আনারুল ইসলাম, সাহাজান আলী ও চঞ্চল হোসেন। তাদের ব্যবহৃত ৫টি ট্রান্সমিটার মাঠ থেকে চুরি হয়েছে।

রোববার সকালে কৃষকরা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠে গিয়ে ট্রান্সমিটারগুলো না পেয়ে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। পরে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা জানান, ট্রান্সমিটার চুরি হওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে কৃষি ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সহজে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একটি নতুন উপ-শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজারে এ উপ-শাখার উদ্বোধন করা হয়। এটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ৫ নম্বর উপ-শাখা হিসেবে চালু হলো।

ব্যাংকের মেহেরপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রহলাদ কুমার

হোড়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপ-শাখাটির ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) খালেদুজ্জামান জুয়েল।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নতুন এই উপ-শাখা চালুর মাধ্যমে এলাকার কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ আরও সহজে কৃষিঋণসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, কৃষকদের সহায়তা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এই উপ-শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে কৃষি খাতে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে দেশের কৃষি উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এবং ব্যাংকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক উৎপল কবিরাজ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রহলাদ কুমার হোড়। মেহেরপুর আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান এবং মেহেরপুর শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তা রাসমনি খানম যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল ধুমকেতু, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন, নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তানজিদুর রহমান মুক্তি, স্থানীয় ব্যক্তিত্ব তৌহিদ মোর্শেদ অতুল, তৌহিদুজ্জামান সোহেল ও তোহিদুর রহমান কাঁকন প্রমুখ।

উদ্বোধনী দিনে ১৫ জন কৃষকের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে ২২ লাখ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৫০ লাখ টাকা আমানত (ডিপোজিট) সংগ্রহ করা হয়।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা সম্ভব। এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গোস্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ কিলোমিটার খাল খনন কাজের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, খাল খনন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হবে এবং কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

জ্বালানি তেলের সংকট নেই উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেলের কোনো সংকট নেই। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও চলমান যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলেও সরকার এখনও দেশের ভেতরে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। আমাদের চাষিরা যাতে নিরবচ্ছিন্ন ডিজেল ও বিদ্যুৎ পায়, সে বিষয়ে সরকার তৎপর রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মো. এনায়েত উল্লাহ, জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুবউদ্দিন আহমেদ,

সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, পানি উন্নয়ন বোর্ড কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাশিদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘব হবে এবং কৃষকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

কালীগঞ্জে কৃষি জমিতে বিশাল আকৃতির শিলাখন্ড; ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় আকস্মিক শিলাবৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরই মধ্যে উপজেলার মালিয়াট ইউনিয়নের পারক্ষিদ্দা গ্রামে একটি বেগুন ক্ষেতে পাওয়া গেছে অস্বাভাবিক বড় আকারের একটি শিলাখন্ড, যা স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

রবিবার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র শিলাবৃষ্টি হয়। এতে বোরো ধান, বেগুন, পটল, টমেটোসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক ফজলুর রহমানের ছেলে সবুজ হোসেন জানান, শিলাবৃষ্টির পরদিন সোমবার সকালে তিনি তাদের বেগুন ক্ষেত দেখতে যান। এ সময় তিনি দেখতে পান, পাখির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেতের ওপর টাঙানো নাইলনের জালের ওপর একটি বড় শিলাখন্ড জমাট বেঁধে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রবিবার সন্ধ্যার শিলাবৃষ্টিতে আমাদের এলাকার অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষেত দেখতে গিয়ে এই বড় শিলাখণ্ডটি চোখে পড়ে। পরে সেটি বাড়িতে নিয়ে আসলে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ তা দেখতে ভিড় করেন।

স্থানীয়রা জানান, এত বড় আকারের শিলাখন্ড আগে কখনও দেখেননি তারা।

বিষয়টি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব আলম রনি বলেন , মৌসুমের শুরুতে এমন শিলাবৃষ্টি কৃষকদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপজেলার বেশকিছু গ্রামে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেশি। উপজেলার মোট আবাদী ধানের ৪০ হেক্টর জমির আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এছাড়া উপজেলার ৩৮ হেক্টর ভুট্ট্রা, ১৯ হেক্টর এবং ৫ হেক্টর পাটের কিছু অংশ ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। সকালেই মাঠে কৃষি বিভাগের পক্ষথেকে খোজ খবর নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বিশাল আকৃতির শিলাকন্ডের ছবি তিনি দেখেছেন। দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থরা।

জীবননগরে সুলভ মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার বেলা ২টায় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের মুক্তমঞ্চের নিকট এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেল।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জীবননগর উপজেলায় আজ আমরা সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছি। রমজান মাস এলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। তাই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি শুরু করা হয়েছে। এখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুলভ মূল্যে পণ্য কিনতে পেরে

সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুর জব্বার, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পাভেল রানা প্রমুখ।

কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ১২ দফার অঙ্গিকার

মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন ইশতেহার ঘোষণা করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। এসময় জামায়ত, এনসিপির নেতৃবৃন্দও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন ইশতেহারের অংশ হিসেবে তাজ উদ্দিন বলেন, কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদানসহ কৃষিকে আধুনিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৬০ বছরের উর্ধে এবং ৫ বছরের নিচের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার আধুনিকীকরণ, গবেষণা- ভিত্তিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমূখী জনশক্তি গঠণের গুরত্ব দেওয়া হবে।

যুবকরা আপদ নয়, জাতীর সম্পদ, গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা অজর্নের জন্য ২ বছর মেয়াদি ১০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

মেহেরপুর শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় বাইপাস সড়ক

নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর, আমঝুপি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ও মেহেরপুরের ৬টি বিলসহ নদ-নদীগুলোকে নিয়ে পর্যটন জোন তৈরি করা হবে। শিশূদের জন্য বিনোদন পার্ক তৈরি করা হবে।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির

ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন, ‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন।

এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে মেহেরপুরে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন হয়েছে। রবিবার বেলা ১২টায় সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলার উদ্বোধন করা হয়। ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজিত হয়। এ সময় মেলায় প্রদর্শনকৃত ১৪টি স্টল পরিদর্শন করেন তিনি।
সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। কৃষিকে টেকসই করতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর কৃষি

সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সনজীব মৃধা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ইমদাদুল হাসান।
মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৪টি স্টল স্থাপন করা হয়। এসব স্টলে উন্নত জাতের ফসল, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৃষিযন্ত্র প্রদর্শন করা হয়। মেলায় কৃষক ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
পরিশেষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি হয়।

ঝিনাইদহে ১২ দিন ব্যাপী কৃষি মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন

একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ১২ দিন ব্যাপী কৃষি মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী মেলা। আজ রোববার দুপুরে শহরের বড় খাজুরা গ্রামে এ মেলার উব্দোধন করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মেসার্স মল্লিক ট্রেডার্সের স্বত্তাধিকারী রাজু মল্লিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন।

বিশেষ অতিথি ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মাহবুব উল ইসলাম, পৌরসভার সাবেক কমিশনার গোলাম মোস্তফা, বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান মন্টু, বর্তমান কমিশনার আব্দুর রহমান রিপন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক লোকমান হোসেন। ১২ দিনব্যাপী এই মেলায় স্মার্ট পাওয়ার ট্রিলার, চাপ কাটার, গ্লেন্ডার মেশিন, চপিং মেশিনসহ নানা প্রযুক্তির প্রদর্শন করা হয়।

মেসার্স মল্লিক ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী রাজু মল্লিক বলেন,

আধুনিক কৃষি গড়ে তুলতে কৃষকদের নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত করানোই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। কৃষি খাতে দক্ষ জনবল তৈরি এবং সময় ও শ্রম সাশ্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে আধুনিক মেশিনারিজ ব্যবহারের বিকল্প নেই। কৃষকরা যেন সহজে এসব যন্ত্র সম্পর্কে জানতে ও ব্যবহার শিখতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রোববার থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩ জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।